بسم الله الرحمن الرحيم

জার্মানীর মেহদিয়াবাদ-এ প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ অক্টোবর, ২০১৯ মোতাবেক ২৫ ইখা, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(সূরা আল্ হাজ্জ: ৪২)

অর্থাৎ এরা সেসব মানুষ, যাদের আমরা পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলে তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে আর ভালো কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে। আর সব কাজের (শুভ) পরিণাম আল্লাহ্‌রই হাতে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, সত্যিকার মু'মিন তারা যারা ক্ষমতা লাভ করলে, দুর্বলতা এবং উৎকণ্ঠার পর নিরাপত্তা লাভ হলে, অনুকূল পরিবেশ লাভের পর স্বাধীনভাবে নিজেদের ইবাদত এবং ধর্ম পালনের পরিবেশ লাভ হলে নিজেদের কামনা-বাসনা এবং স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রতি মনোযোগী হয় না বরং নামায কায়েম করে, নিজেদের নামাযের প্রতি মনোযোগী হয়ে থাকে, নিজেদের মসজিদ আবাদকারী হয়ে থাকে, মানবসেবী হয়, খোদাভীতির সাথে দরিদ্র এবং মিসকীনদের জন্য নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে, ধর্ম-প্রচারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের প্রচারের লক্ষ্যে নিজের সম্পদ থেকে ব্যয় করে সম্পদকে পবিত্র করে। সৎকাজের প্রতি নিজেরাও মনোযোগ দেয় আর অন্যদেরও সৎকাজ করার এবং আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। নিজেরাও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকে আর অন্যদেরও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর এসব কাজ যেহেতু তারা খোদাভীতির কারণে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মানার প্রেরণায় করে, তাই আল্লাহ্ তা'লাও তাদের কর্মের সর্বোত্তম ফলাফল প্রকাশ করেন, কেননা সবকিছুর ফলাফল খোদা তা'লাই নির্ধারণ করেন। অতএব যে কাজ খোদার নির্দেশনায়, তাঁর আদেশে ও তাঁর ভয় হৃদয়ে ধারণ করে করা হয় নিশ্চিতরূপে এর পরিণাম উত্তমই হবে। কাজেই আমাদের প্রত্যেকেই যদি এই নীতিগত কথাটি অনুধাবন করে তাহলে ক্রমাগতভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি অর্জনকারী হতে থাকবে।

আপনারা এখানে মেহদিয়াবাদ-এ মসজিদ নির্মাণ করেছেন। অনুরূপভাবে সম্প্রতি ফুলডা এবং গিসেনেও মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জার্মানির জামা'ত শত মসজিদ (নির্মাণ) প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন (স্থানে) মসজিদ নির্মাণের তৌফিক লাভ করছে। আর নিশ্চিতরূপে জামা'তের সদস্যরা মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে এ কারণে আর্থিক কুরবানী করছেন যাতে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর অনুবর্তিতায় আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করতে হবে। পাকিস্তান থেকে হিজরতের পর আমাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়েছে। এটি আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের মনোযোগ খোদা তা'লার পথে খরচ করা ও তাঁর গৃহ নির্মাণ করার প্রতি আকর্ষণ করা উচিত যেন আমরা সেখানে সমবেত হয়ে নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং বাজামা'ত নামায আদায় করতে পারি। নিজেদের নামাযে এমন

অবস্থা সৃষ্টি করতে পারি যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি একনিষ্ঠ মনোযোগ নিবদ্ধ হবে এবং যেন স্বাধীনভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে পারি। পাকিস্তানে আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। সেখানে দেশীয় আইন আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে না। আমাদেরকে স্বাধীনভাবে ইবাদত করার অনুমতি দেয় না, যাতে করে আমরা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করতে পারি, তাঁর ইবাদত করতে পারি। এখানে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের জন্য আমরা মসজিদ নির্মাণ করছি। প্রত্যেকেরই এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক দিক থেকেও কৃপা করেছেন। তাই আমরা তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদানে সচেষ্ট থাকব এবং সচেষ্ট আছি। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করেছি নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য। অতএব আমাদের এসব মসজিদ উক্ত বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর তা-ই হওয়া উচিত। সুতরাং এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর নিজেদের মনমস্তিষ্কে এই চিন্তাধারা জাগ্রত রাখা উচিত আর কর্মের মাধ্যমেও তা প্রমাণ করা উচিত, নতুবা এই মসজিদ নির্মাণ করা অর্থহীন।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের উদ্দেশ্য কেবল মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমেই পূর্ণ হবে না, বরং তখন পূর্ণ হবে যখন তারা একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, বাজামা'ত নামাযের জন্য মসজিদে আসবে। নামাযে নিজেদের মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করবে এবং সেটিকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। মনোযোগ নষ্ট হলে তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় মনোযোগ নামাযের প্রতি এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করবে। এই কথার বাস্তবতাকে অনুধাবন করবে যে, নামাযে আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। (মুরগির আধার খাওয়ার মতো) কেবল মাথা ঠুকব না, শুধু সিজদা করব না, কেবল আরবী শব্দাবলী আওড়ালে হবে না, বরং নিজের ভাষায় কথাও বলতে হবে। এমন নামায পড়ার চেষ্টা থাকা চাই যাতে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাৎ লাভ হয়। মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে এবং প্রকৃত মু'মিনের গুণাবলী তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

তারা يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ করে। তারা নামাযকে দাঁড় করায়। এক মুত্তাকী তার দ্বারা যতটা সম্ভব নামাযকে দাঁড় করায়। অর্থাৎ কখনো নামায পতিত হলে (অর্থাৎ নামাযের মান নেমে গেলে) পুনরায় সেটিকে দাঁড় করায়। তিনি বলেন, অর্থাৎ মুত্তাকী খোদা তা'লাকে ভয় করে এবং নামাযকে ক্বায়েম বা প্রতিষ্ঠিত করে। এই অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার কুধারণা এবং বিপদাপদ দেখা দিয়ে তার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হৃদয়ের প্ররোচনা ও কুধারণা আল্লাহ্ তা'লার দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়। হৃদয়ের এসব সন্দেহ এবং কুধারণা, যা আল্লাহ্ তা'লার দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়- এটিই নামাযের পতিত হওয়া। আর পুনরায় এটিকে দাঁড় করানোর অর্থ হলো পুনরায় মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করা। কিন্তু যদি হৃদয়ে তাকওয়া থাকে তাহলে তিনি বলেন, একজন মুত্তাকী, একজন প্রকৃত মু'মিন মনের এই দোদুল্যমানতায়ও নামাযকে ক্বায়েম করে বা দাঁড় করায়। মোটকথা নামায পতিত হয় (অর্থাৎ নামাযের মান নেমে যায়), কখনো কখানো মনোযোগ নষ্ট হয়, কিন্তু তাকওয়ার দাবি হলো, চেষ্টা করে পুনরায় নামাযকে দাঁড় করানো, পুনরায় নিজের মনোযোগ নামাযের দিকে এবং খোদা তা'লার প্রতি ফিরিয়ে আনা। এটি হলো তা দাঁড় করানো। তিনি বলেন, সে কষ্ট এবং চেষ্টা করে বার বার তা দাঁড় করায়। আর মানুষ যদি অবিচলতার সাথে নামাযের ওপর

প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদি এই চেষ্টায় রত থাকে যে, আমাকে আমার নামাযের উন্নত মান অর্জন করতেই হবে; তাহলে এমন একটি সময় আসে যখন আল্লাহ্ তা'লা নিজ বাণীর মাধ্যমে হেদায়েত প্রদান করেন।

অতঃপর হেদায়েত কী সে বিষয়টি স্পষ্ট করে তিনি বলেন, তা এমন অবস্থা হয়ে থাকে যখন নামায দাঁড় করানো ও একে প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্ন থাকে না। এমনটি হয় না যে নামায পতিত হলো (অর্থাৎ নামাযের মান নেমে যায়) নামায থেকে মনোযোগ সরে যায়, এরপর পুনরায় নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়- এমনটি হয় না, বরং হেদায়েত লাভের পর নামায তার জন্য খাবারস্বরূপ হয়ে যায় অর্থাৎ খোরাকের ন্যায় হয়ে যায়। মানব দেহের জন্য খাবার খাওয়া যেভাবে আবশ্যক তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির অংশ হলো নামায অর্থাৎ নামায আধ্যাত্মিক খাবারে পরিণত হয়। (হুযূর ব্যখ্যা করে বলেন) বাহ্যিক খাবার ছাড়া যেভাবে কোন জীবন টিকে থাকতে পারে না অনুরূপভাবে নামায ছাড়াও জীবন টিকে থাকতে পারে না। শুধু এটিই নয় যে, জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য খাবার খেতে হবে, বরং এটি এমন খাবার যা খেলে স্বাদও লাভ হয়। তিনি (আ.) বলেন, নামাযে তাকে সেই স্বাদ ও আনন্দ দান করা হয় যেমনটি প্রচণ্ড পিপাসায় শীতল পানি পান করার ফলে লাভ হয়। কেননা, সে পরম আগ্রহভরে তা পান করে এবং পরিতৃপ্তির সাথে তা উপভোগ করে। যদি পিপাসা থাকে এবং তীব্র পিপাসায় মানুষ যদি কাতর হয়ে যায় আর পানি পাওয়া না যায়- এমন অবস্থায় যদি সুশীতল পানি পাওয়া যায় তাহলে এতে সে ঠিক তেমনই স্বাদ লাভ করে যেমনটি একজন প্রকৃত হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তি নামাযের মাধ্যমে স্বাদ লাভ করে। অথবা (তিনি এখানে আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন অর্থাৎ) ক্ষুধার্ত অবস্থায় কেউ যদি উন্নত মানের সুস্বাদু খাবার পায় তাহলে তা খেয়ে সে যেরূপ আনন্দিত হয়, তেমনই আনন্দ প্রকৃত নামায আদায়কারী লাভ করে থাকে। অতএব এগুলো হলো সেই নামায যা প্রকৃত অর্থে নামায বলে গণ্য হয়, অর্থাৎ আনন্দের সাথে নামায আদায় করতে হবে, বোঝা মনে করে নয়। অধিকন্তু তিনি (আ.) এই উদাহরণও দিয়েছেন যে, প্রকৃত মু'মিনের জন্য নামায এক ধরনের নেশা হয়ে যায়। যেভাবে এক নেশাখোর ব্যক্তি নেশার জিনিস না পেলে খুবই কষ্ট পায়, অনেক ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা অনুভব করে, অনুরূপভাবে নামায ছাড়া সে (অর্থাৎ প্রকৃত মু'মিন) যারপরনাই ব্যাকুল হয়ে পড়ে, কিন্তু নামায আদায় করলে তার হৃদয়ে এক বিশেষ আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করে। তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত নামায আদায়কারী নামাযে যে স্বাদ অনুভব করে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, মু'মিন মুত্তাকী নামাযে স্বাদ লাভ করে। তাই নামায খুবই সাজিয়েগুজিয়ে ও সুন্দর করে পড়া উচিত। তিনি বলেন, সকল উন্নতির মূল ও সোপান হলো নামায। এজন্যই বলা হয়েছে যে, নামায মু'মিনের মে'রাজস্বরূপ আর এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব।

তাই আমাদের মসজিদ যদি নির্মিত হয় তাহলে তা যেন এমন নামায আদায়ের জন্য নির্মিত হয়। আমরা মসজিদ নির্মাণের প্রতি মনোযোগী হলে তা যেন এই মে'রাজ অর্জন করার উদ্দেশ্যে হয়। আমাদের এই মে'রাজ হওয়া চাই। এটিই সেই মাধ্যম যা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং খোদা তা'লার সাথে বাক্যালাপের সুযোগ লাভ হয়। অতএব, এই মর্যাদা কীভাবে লাভ হবে- এটি ভেবে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। অবিরাম চেষ্টা-সংগ্রামের ফলে আল্লাহ্ তা'লা এই মর্যাদা দান করেন। অনেকেই প্রশ্ন করে বা এখনো আমার কাছে লিখে যে, নামাযে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে না। অতএব এর চিকিৎসা হলো, চেষ্টা করে

বার বার মনোযোগ ধরে রাখা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক বৈঠকেও জনৈক বন্ধু এই প্রশ্ন করেন যে, সম্প্রতি আমার মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে, নামাযে স্বাদ এবং বিগলন সৃষ্টি হচ্ছে না আর এজন্য আমি খুবই কষ্টের মধ্যে থাকি, কেননা আমি একবার নামাযের স্বাদ গ্রহণ করেছি। অযথাই বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয় দেখা দেয়। যদিও আমি সেগুলোকে বার বার দূর করি কিন্তু তবুও এই কুপ্ররোচনা পিছু ছাড়ছে না। এখন আমি কী করব? তিনি বলেন, এটিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপা যে, মানুষ এসব প্ররোচনায় পরাজিত হয় না। অর্থাৎ, আপনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, এগুলো মাথাচাড়া দিচ্ছে কিন্তু আপনি সেগুলোকে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেন নি। তিনি বলেন, মানুষ যদি এসব কুপ্ররোচনাকে নিজের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না দেয় তাহলে এটিও একটি পুণ্যের অবস্থা, আল্লাহ্ তা'লা এমন কৃপালু ও দয়ালু খোদা যে, তিনি এর জন্যও পুণ্য দান করেন। তিনি বলেন, নফসে আম্মারা বা অবাধ্য প্রবৃত্তির বশে জীবনযাপনকারীরা তো বুঝেই না যে, পাপ কী জিনিস। নিজের অজান্তেই সে একের পর এক পাপ করতে থাকে। নফসে লাওওয়ামার অবস্থা হলো মানুষ পাপ করে কিন্তু পাপ করে সর্বদা ভয় পায় এবং অনুশোচনা করে। অতএব, নফসে লাওওয়ামার অবস্থায় মানুষ পাপ বা মন্দকর্ম করে বসলে লজ্জিত হয়, বিচলিত হয়, উপলব্ধি করে, এর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়ার পর সেটিকে তিরষ্কার করে। আল্লাহ্ তা'লা এর জন্যও তাকে পুণ্য দান করেন। যে অনুতপ্ত হয় ও তওবা করতে থাকে। এমন ব্যক্তি প্রবৃত্তির দাস নয়। তিনি (আ.) বলেন, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, যদি মন্দ চিন্তা-ভাবনা এবং কুপ্ররোচনা আসে আর তা দূর করার চেষ্টা কর, তাহলে তুমি পুণ্য লাভ করবে, আল্লাহ্ তা'লা এর জন্যও পুণ্য দিয়ে থাকেন। এমন ব্যক্তি প্রবৃত্তির দাস নয় আর এমন অবস্থায় থাকা কিছুটা আবশ্যকও বটে, এর ফলে মনোবল হারানো উচিত নয়, কেননা এতে বড় বড় পুণ্য নিহিত রয়েছে। এমনকি আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং নূর এবং প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, আল্লাহ্ তা'লার দয়া লাভের সময় এসে যায় আর এক প্রকার শীতলতা ছেয়ে যায় আর সেই বিষয় বিলীন হয়ে যায়। তাই মানুষের ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। সিজদায় **ياحی ياقيوم برحمتک استغيث** (ইয়া হাইয়ূন, ইয়া কাইয়ূম বিরাহমাতিকা আসতাগিস) এই দোয়া বেশি বেশি পাঠ কর। তিনি (আ.) বলেন, সিজদায় **ياحی ياقيوم برحمتک استغيث** এই দোয়া বেশি বেশি পাঠ কর। কিন্তু স্মরণ রেখো যে, ত্বরাপরায়ণতা ভয়ংকর, ত্বরাপরায়ণতা প্রদর্শন করবে না। ইসলাম ধর্মে মানুষকে সাহসী হতে হয়, যে ত্বরাপরায়ণতা প্রদর্শন করে সে বীর নয় বরং কাপুরুষ। বহু বছরের শ্রম এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর অবশেষে শয়তানের আক্রমণ দুর্বল হয়ে যায় আর সে পলায়ন করে। অতএব এই মৌলিক বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, ত্বরাপরয়ণতা করা যাবে না আর সর্বদা আল্লাহ্ তা'লাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। তাঁর সম্মুখে বিনয়াবনত থাকতে হবে। অবশেষে একদিন শয়তান পরাস্ত হয়ে পলায়ন করবে, কিন্তু যদি ত্বরাপরায়ণতা প্রদর্শন করা হয় আর নামায প্রতিষ্ঠা করার পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা না করা হয় তাহলে মানুষ শয়তানের থাবায় ধৃত হয়। সচরাচর এটিই দেখা যায় যে, মানুষ ত্বরাপরায়ণ, তাৎক্ষণিক প্রতিফল না পেলে বলে দেয় যে, দোয়া করে কোন লাভ হয় নি। এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, মানুষ যদি কেবল বস্তুজাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই দোয়া করতে থাকে তাহলে এমন দোয়া আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন না। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লার কাছে যদি নিজের আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় উন্নতি যাচনা করা হয়, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য যাচনা করা হয়, তবেই আল্লাহ্ তা'লা নিকটে আসেন এবং এরপর সেই ব্যক্তির জাগতিক চাহিদাও পূর্ণ করে দেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার

কাছে যাচনা করারও কিছু পদ্ধতি এবং নীতি রয়েছে আর সেগুলো অনুসরণ করতে হবে। এটি কীভাবে হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লা এক দিকে বলবেন, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ। (সূরা মু'মিন: ৬১) অর্থাৎ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব আর অপর দিকে বান্দা ডাকতেই থাকবে আর আল্লাহ্ শুনবেন না!

হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

নামাযে দোয়া এবং দরূদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আর এগুলো আরবী ভাষায় (পড়তে হয়), কিন্তু নামাযে নিজের ভাষায় দোয়া করা তোমাদের জন্য অবৈধ নয়। আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত অনুসারে নামায হলো তা যাতে বিগলিত চিত্তে কান্নাকাটি এবং পূর্ণ আন্তরিকতা থাকে। বিগলন সৃষ্টি কর, হৃদয়কে নরম কর, হৃদয়ে খোদা-ভীতি সৃষ্টি কর যে, আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে দণ্ডায়মান হচ্ছি এবং তাঁর কাছেই যাচনা করছি। এমন মানুষের গুনাহ বা পাপ দূরীভূত হয় যার মাঝে কাকুতিমিনতি করার অভ্যাস থাকে। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ। (সূরা হূদ: ১১৫) অর্থাৎ নেকি বা পুণ্য মন্দকে দূর করে। এখানে الْحَسَنَاتِ-এর অর্থ হলো নামায, আর বিনয় ও বিগলন নিজ ভাষায় দোয়া করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অর্থাৎ কাকুতিমিনতি ও মানুষের হৃদয়ের বিগলন তখন হয় যদি মানুষ নিজ ভাষায় যাচনা করে এবং সে কী যাচনা করছে তা উপলব্ধিও করে। অতএব নিজ ভাষায় দোয়া কর। এরপর তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যেসব দোয়া শিখিয়েছেন, সেগুলোও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেগুলোও করা উচিত। আর সেগুলোর মাঝে সর্বোত্তম দোয়া হলো সূরা ফাতিহা, কেননা এটি 'জামে' দোয়া তথা সকল দোয়ার সমষ্টি। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ তা'লা আমাদের একটি দোয়া শিখিয়েছেন, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ। (সূরা ফাতিহা: ০৬) এর অর্থ বড় ব্যাপক আর এটি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, কৃষক যদি চাষাবাদের পদ্ধতি রপ্ত করে নেয় তাহলে সে কৃষিকাজের সীরাতে মুস্তাকিমে উপনীত হবে। কৃষক যদি ক্ষেতখামার করার পদ্ধতি রপ্ত করে নেয়, চাষাবাদ করা শিখে, হাল চালানো শিখে, বীজ বপণ করতে শিখে, যদি এটি জানা থাকে যে, কখন সার দিতে হবে, কখন পানি দিতে হবে আর কখন কীটনাষক স্প্রে করতে হবে, তাহলে সে সিরাতে মুস্তাকীমে উপনীত হলো, অর্থাৎ নিজের সেই কর্মগণ্ডির সিরাতে মুস্তাকীমে বা কৃষিক্ষেত্রের সিরাতে মুস্তাকীমে উপনীত হয়। অনুরূপভাবে তোমরা খোদার সাথে সাক্ষাতের সিরাতে মুস্তাকীম অন্বেষণ কর এবং দোয়া কর, হে আল্লাহ্! আমি তোমার পাপী বান্দা আর নিগৃহীত অবস্থায় আছি, তুমি আমাকে পথ দেখাও। ছোট ও বড় সকল প্রয়োজনের জন্য নির্দ্বিধচিত্তে খোদা তা'লার কাছে যাচনা কর, কেননা তিনিই প্রকৃত দাতা এবং তিনিই দিয়ে থাকেন। সে-ই অত্যন্ত পুণ্যবান যে অনেক বেশি দোয়া করে, কেননা যদি কোন কৃপণের দ্বারে, অর্থাৎ কোন হাড়কিপটে লোকের দ্বারেও কোন ভিক্ষুক প্রতিদিনই গিয়ে ভিক্ষা চায় তাহলে অবশেষে একদিন সে-ও লজ্জা পাবে। তাহলে খোদা তা'লার দরবারে যাচনাকারী আর সেই খোদা যিনি অনন্য দাতা, এমন দাতা যার কোন তুলনা হয় না, তাঁর কাছে কেন পাবে না? অতএব যাচনাকারী কখনো না কখানো অবশ্যই পায়। নামাযের দ্বিতীয় নামই হলো দোয়া। যেভাবে বলেছেন, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ। (সূরা মু'মিন: ৬১)। অর্থাৎ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। পুনরায় বলেছেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (সূরা বাকারা: ১৮৭)

অর্থাৎ আমার বান্দা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন (তুমি বলে দাও) আমি খুবই নিকটে আছি। প্রার্থনাকরীর দোয়া আমি কবুল করি যখন সে দোয়া করে। তিনি (আ.) বলেন, কিছু লোক তাঁর অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় সন্দেহ পোষণ করে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার সত্তার প্রমাণ হলো তোমরা আমাকে ডাক এবং আমার কাছে যাচনা কর তাহলে আমিও তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে উত্তর দিব আর তোমাদেরকে স্মরণ করব। মানুষ বলে থাকে, আমরা তো অনেক ডাকি। যদি তোমরা এটি বল যে, আমরা আহ্বান করি কিন্তু তিনি সাড়া দেন না তাহলে লক্ষ্য করে দেখ! তোমরা এক স্থানে দাঁড়িয়ে এমন এক ব্যক্তি আহ্বান করছ যিনি অনেক দূরে রয়েছেন। একদিকে দূরত্ব অনেক ব্যাপক আর অপর দিকে তোমাদের নিজেদের কানেও কোন সমস্যা আছে, অর্থাৎ কানও কিছুটা খারাপ, শুনতেও পাও না; তোমরা যে ব্যক্তিকে দূর থেকে ডাকছ তিনি তোমাদের কথা শুনে তোমাদের উত্তর দিবেন কিন্তু দূর থেকে উত্তর দেয়ায় বধিরতার কারণে তোমরা শুনতে পাবে না। কেননা তোমাদের কানে সমস্যা আছে, তাই দূর থেকে উত্তর শুনতে পাবে না। তিনি (আ.) বলেন, অতএব তোমাদের মধ্যবর্তী পর্দা, বাধা ও দূরত্ব যতটা দূর হবে সে অনুপাতে অবশ্যই তোমরা আওয়াজ শুনতে পাবে। চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে তোমরা যত বেশি আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী হতে থাকবে তখন তাঁর আওয়াজও শুনতে পাবে। তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে একথা প্রমাণিত যে, তিনি তার বিশেষ বান্দাদের সাথে বাক্যালাপ করেন। এমনটি না হলে তাঁর সত্তা যে আছে এ বিশ্বাসই ধীরে ধীরে (ধরাপৃষ্ঠ থেকে) উঠে যেত। অতএব খোদা তা'লার অস্তিত্বের সবচেয়ে মহান ও শক্তিশালী প্রমাণ হলো তাঁর আওয়াজ শুনা অর্থাৎ হয় সাক্ষাৎ নয়তো কথোপকথন। হয় দেখলাম নয়তো কথা বললাম। সুতরাং বর্তমানে কথোপকথনই সাক্ষাতের স্থলাভিষিক্ত। তবে হ্যাঁ! খোদা এবং যাচনাকরীর মাঝে যতদিন কোন হিজাব বা পর্দা বিরাজ করবে ততদিন আমরা শুনতে পাব না। মধ্যবর্তী পর্দা দূরীভূত হলে পরেই তাঁর আওয়াজ শোনা যাবে।

অতএব মধ্যবর্তী এই পর্দা দূর করা আবশ্যক আর এটিও আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যে, যে ব্যক্তি আমার কাছে নিষ্ঠার সাথে আসবে, আমার সত্তার নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করে আমার পানে অগ্রসর হবে, আমিও তার দিকে অগ্রসর হব। মহানবী (সা.)ও এ কথা-ই বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বান্দা আমার দিকে এক পা অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দুই পা অগ্রসর হই। বান্দা হেঁটে আসলে আমি দৌড়ে আসি। কাজেই সমস্যা যদি থেকে থাকে তবে তা রয়েছে আমাদের মাঝে। অতএব আমাদের উচিত খোদার পানে অগ্রসর হওয়া। তাঁর পথের সন্ধান করা এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁরই সাহায্য প্রয়োজন। আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দাবি করি, আমাদের জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহ্ তা'লার দিকে ধাবিত হবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কেবল একটি কথার উপর আমল করা যে, মসজিদ নির্মাণ কর যাতে ইসলাম সুপরিচিত হয়, এটি যথেষ্ট নয়, বরং এর জন্য ব্যবহারিক প্রচেষ্টাও আবশ্যক। সেইসাথে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যেরও প্রয়োজন রয়েছে। আর চেষ্টা-প্রচেষ্টার পাশাপাশি যদি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভ হয় তবেই সফলতা লাভ হবে। অতএব এটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

স্মরণ রেখো! বয়আতের সময় তওবার অঙ্গীকারের ফলে এক বরকত সৃষ্টি হয়। এর সাথে যদি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার শর্তকে সংযুক্ত করা হয় তাহলে উন্নতি

লাভ হয়ে থাকে। অর্থাৎ বয়আত করলেই বরকত সৃষ্টি হয়, এর সাথে যদি এই শর্তও থাকে যে, আমি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব তাহলে উন্নতিও হতে থাকবে। কিন্তু প্রাধান্য দেয়ার এ বিষয়টি তোমাদের আয়ত্তাধীন নয় বরং ঐশী সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্রয়োজন। যেভাবে তিনি বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আনকাবুত: ৭০)

অর্থাৎ, আর যারা আমাদের পথে চেষ্টাসাধনা করে অবশেষে তারা হেদায়েত লাভ করে। তিনি বলেন, একটি বীজ যেভাবে পরিচর্যা এবং পানি সিঞ্চনের অভাবে বরকতশূন্য থেকে যায়, অর্থাৎ কৃষক একটি বীজ বপন করে কিংবা মানুষ একটি বীজ লাগায়, সেটিকে যদি পূর্ণ শ্রম দিয়ে লালন না করা হয়, তাতে পানি না দেয়া হয় তাহলে তা ফলনশূন্য থেকে যায়, তাতে সেই কল্যাণ সৃষ্টি হয় না, বরং তা অঙ্কুরিত-ই হয় না। অথবা অঙ্কুরিত হলেও তা খুবই দুর্বল থাকবে, বরং নিজেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে তোমরাও যদি এই অঙ্গীকারকে অর্থাৎ ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দানের অঙ্গীকারকে প্রতিনিয়ত স্মরণ না কর এবং প্রার্থনা না কর যে, হে খোদা! আমাদের সাহায্য কর, তাহলে খোদার কৃপাবারি বর্ষিত হবে না। তিনি বলেন, খোদার সাহায্য ছাড়া পরিবর্তন অসম্ভব। এটি হতেই পারে না যে, মানুষের মাঝে খোদার সাহায্য ব্যতিরেকে পরিবর্তন সৃষ্টি হবে। তাই তাঁর সাহায্য প্রার্থনার জন্য, তাঁর কৃপা যাচনার জন্য অবশ্যই দোয়া করতে হবে। তিনি বলেন, চোর, দুষ্কৃতকারী, ব্যভিচারী প্রভৃতি পাপে জড়িত লোকেরা সর্বদা এমন থাকে না, বরং কখনো কখনো তারাও অবশ্যই অনুতপ্ত হয়। সকল পাপীরও একই অবস্থা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মাঝে পুণ্যের ধারণা অবশ্যই রয়েছে। সুতরাং এই ধারণার জন্য তার খোদার সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এ কারণেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের আদেশ দেয়া হয়েছে যাতে إِيَّاكَ نَعْبُدُ এরপর وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইবাদতও তোমারই করি এবং সাহায্যও তোমারই কাছে চাই। এতে দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হলো, প্রতিটি পুণ্য কাজে শক্তি-সামর্থ্য, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শ্রম-সাধনার সাথে কাজ করা উচিত। অর্থাৎ, প্রত্যেক পুণ্য কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে যে শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন সে অনুযায়ী যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা সম্ভব তা করতে হবে। এটি হলো نَعْبُدُ-র প্রতি ইঙ্গিত, অর্থাৎ ইবাদত করার প্রতি ইঙ্গিত। কেননা যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দোয়া করে আর চেষ্টা-সাধনা করে না, সে কল্যাণমণ্ডিত হয় না। কেবলমাত্র দোয়ায় কাজ হয় না, চেষ্টা-প্রচেষ্টাও করতে হবে, (এটি ছাড়া) সে সফল হতেই পারে না। উদাহরণস্বরূপ কৃষক যদি বীজ বপন করে চেষ্টা-প্রচেষ্টা না করে, তাহলে সে কীভাবে ফসলের আশা রাখতে পারে? আর এটি আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত যে, যদি সে বীজ বপন করে কেবলমাত্র দোয়া করে এবং তাতে যদি পানি না দেয়, নিড়ানি না দেয়, তার পরিচর্যা না করে, তাহলে মানুষ বঞ্চিত থাকবে। উদাহরণস্বরুপ, দুই জন কৃষকের একজন খুব পরিশ্রম ও হালচাষ করে, নিড়ানি দেয়, পরিশ্রম করে, সে অবশ্যই সফল হবে। দ্বিতীয় কৃষক পরিশ্রম করে না বা কম করে, তার ফলন সর্বদা নিম্নমানের হবে, যা থেকে সে হয়ত সরকারের করও আদায় করতে পারবে না। অর্থাৎ, তা নিতান্ত স্বল্প হবে এবং সে সর্বদা দরিদ্র থেকে যাবে। ধর্মীয় কাজও অনুরূপ। এদেরই মাঝে মুনাফেক, এদেরই মাঝে অপদার্থ, এদেরই মাঝে পুণ্যকর্মশীল, এদেরই মাঝে ওলিআল্লাহ্, কুতুব এবং গউস সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরা সবাই একই রকম মানুষ, কিন্তু তাদেরই মাঝে মুনাফেকও জন্ম নেয়, আবার অকর্মণ্যরাও

রয়েছে যারা কোন কাজ করে না, কিন্তু তাদেরই মাঝে পুণ্যবান মানুষও রয়েছে যারা ওলিআল্লাহ্‌র মর্যাদায় উপনীত হয়, কুতুব হয়ে যায়, গউস হয়ে যায় আর খোদা তা'লার নৈকট্যের মর্যাদা লাভ করে। আর কতক এমনও আছে যারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত নামায আদায় করে কিন্তু এখনও তাদের মাঝে প্রাথমিক অবস্থা-ই বিদ্যমান, কোন উন্নতি নেই আর কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। ত্রিশটি রোযা রাখার পরও কোন উপকার লাভ করে না। রমজান মাসের ত্রিশটি রোযা রেখেও কোন লাভ হয় না, রমজানের পর পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। অনেকেই বলে যে, আমরা বড়ই মুত্তাকী আর দীর্ঘ দিন যাবৎ নামায আদায় করছি, কিন্তু আল্লাহ্‌র সাহায্য আমাদের লাভ হচ্ছে না। মুত্তাকী হওয়ার দাবি করে আর অনেক নামায আদায় করারও দাবি করে কিন্তু একই সাথে বলে যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য আমাদের লাভ হচ্ছে না। এর কারণ হলো, তারা প্রথাগত ও অনুকরণের ইবাদত করে, শুধুমাত্র বাহ্যিক ইবাদত হয়, উন্নতির প্রতি কোন দৃষ্টি নেই। পাপের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে না, অর্থাৎ তার মাঝে কোন্ কোন্ পাপ রয়েছে তা অন্বেষণের চেষ্টাই করে না। প্রকৃত তওবার কোন আগ্রহ নেই। পাপের প্রতি যদি দৃষ্টি থাকে, অর্থাৎ মানুষ যদি সন্ধান করে যে, কোন্ কোন্ পাপ রয়েছে, তবেই প্রকৃত তওবাও লাভ হবে এবং সে যাচনা করবে। অতএব এরা প্রথম ধাপেই রয়ে যায়। এ ধরনের মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, অর্থাৎ এটি পশু সুলভ অবস্থা। মানুষ এবং পশুর মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। এমন নামায খোদার পক্ষ থেকে ধ্বংস ডেকে আনে। তা গৃহীত হয় না, বরং তাদের মুখের ওপর ছুড়ে মারা হয়। নামায তো সেটি, যা নিজের সাথে উন্নতি নিয়ে আসে। যেভাবে এক রুগী ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় দশদিন একটি ঔষধ সেবন করার পর যদি সেটি দ্বারা দিন দিন তার ক্ষতি হয়, অর্থাৎ এতদিন পরও যদি তাতে কোন উপকার না হয় তাহলে রোগীর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, নিশ্চয় এ ব্যবস্থাপত্র আমার রোগ অনুযায়ী নয় আর তা পরিবর্তন করা উচিত। অতএব প্রথাগত ইবাদত করা উচিত নয়। এটি পরিবর্তন করতে হবে আর চিন্তা করতে হবে যে, এর কী কারণ, কেন আল্লাহ্ তা'লার এই দাবি সত্ত্বেও যে, আমি নিজে দোয়া গ্রহণ করে থাকি, আমার দোয়া গৃহীত হচ্ছে না?

সুতরাং ইবাদত সেটি-ই যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ হয়। পুনরায় নামাযের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

নামায প্রকৃতপক্ষে দোয়া; নামাযের এক একটি শব্দ যা বলা হয়, এর উদ্দেশ্য দোয়া-ই হয়ে থাকে। যদি নামাযে মন না বসে তবে শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া উচিত; কেননা যে ব্যক্তি দোয়া করে না, সে স্বয়ং ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর কি-ই বা করে? এক শাসক বারবার এই কথা ঘোষণা করে বলে যে, আমি দুঃখীদের দুঃখ দূর করি। সরকার বা শাসক ঘোষণা করে যে, আমি গরীব-দুঃখীদের দুঃখ-কষ্ট দূর করি, বিপদগ্রস্তদের সমস্যার সমাধান করি, আমি অনেক দয়া-দাক্ষিণ্য করি, নিরুপায়দের সাহায্য করি। কিন্তু এক ব্যক্তি, যে কিনা সমস্যাকবলিত, তার (অর্থাৎ সেই ঘোষণাকারীর) পাশ দিয়ে যায় এবং তার ঘোষণার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না! সে (অর্থাৎ ঘোষণাকারী) আহ্বান করছে, অথচ এক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে চলে যায় আর কোন পরোয়া করে না, আর নিজের সমস্যার কথা বলে তার কাছে সাহায্যও চায় না– এমতাবস্থায় সে ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কী-ইবা হবে? একই অবস্থা খোদা তা'লারও, তিনি মানুষকে সবসময় আরাম দেয়ার জন্য প্রস্তুত, শর্ত হলো মানুষের তাঁর কাছে আবেদন করা। দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা

এবং খুব জোর দিয়ে দোয়া করা; কেননা পাথর যখন সজোরে অন্য পাথরের উপর পড়ে, তখনই স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়।

অতএব আমরা যখন নিজেদের মাঝে এই অবস্থা সৃষ্টি করব, অর্থাৎ আমাদের নামাযও এবং আমাদের কর্মও খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যদি হয়, তখন খোদা তা'লাও আমাদের ভয়-ভীতিকে সর্বদা নিরাপত্তায় পরিবর্তন করতে থাকবেন। একথা সবসময় স্মরণ রাখবেন যে, এখানে এসে আমরা যা কিছু পেয়েছি তা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই লাভ করেছি আর এতে বৃদ্ধিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই হবে। তাই আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা তাঁর অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আবশ্যক। আপনারা আত্মবিশ্লেষণ করতে পারেন যে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু চেষ্টা করছি? প্রত্যেকের আল্লাহ্ তা'লার সাথে কতটুকু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা এর জন্য কতটুকু চেষ্টা করছি? পার্থিব কাজ-কর্ম আমাদের নামাযের ক্ষেত্রে কতটা প্রতিবন্ধক? মহানবী (সা.)-এর এই উক্তি সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা প্রয়োজন যে, কুফর এবং ঈমানের মধ্যে যে বিষয়টি পার্থক্য করে তা হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা। কুফর এবং ঈমানের মধ্যে কোন বিষয়টি পার্থক্য সৃষ্টি করবে? এ বিষয়টিই যে, সে নামায ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং এই উক্তি পড়ে আমাদের কেঁপে উঠা উচিত যে, মুমিন তারাই যারা নামাযে নিয়মিত, নতুবা তার এবং একজন অস্বীকারকারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ্ তা'লা শুধু এটিই বলেননি যে, নামায পড়, বরং তিনি বাজামা'ত নামায পড়তে বলেছেন এবং নামাযের শর্ত পূরণ করে নামায পড়লে পঁচিশ গুণ এবং কোন কোন স্থানে সাতাশ গুণ পুণ্য লাভের কথাও বর্ণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোন বৈধ কারণ ছাড়া আমরা যদি এদিকে মনোযোগ না দেই তাহলে আমাদের কতটা দুর্ভাগ্য! সুতরাং আমরা যদি মসজিদ নির্মাণ করে থাকি তাহলে মসজিদের অধিকার রক্ষা করাও আমাদের জন্য আবশ্যক। নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করাও আবশ্যক। নিজেদের আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগ দেয়া জরুরী। নিজে পুণ্যকর্ম করা এবং নিজেদের চরিত্রকে উন্নত করা এবং অন্যদের পুণ্যকর্ম করতে উপদেশ প্রদান করা প্রয়োজন। এখানকার পরিবেশের মন্দ দিকসমূহ থেকে নিজেরা দূরে থাকা এবং অন্যদের দূরে রাখা প্রয়োজন, নতুবা আমাদের বয়আতের অঙ্গীকারও শুধুমাত্র মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকার বলে পরিগণিত হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কথাকে সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখতে হবে, তিনি (আ.) বলেন-

অতএব তোমরা এমন হয়ে যাও যেন খোদা তা'লার ইচ্ছা তোমাদের ইচ্ছা হয়ে যায়; তাঁর সন্তুষ্টির মাঝেই যেন তোমাদের সন্তুষ্টি নিহিত থাকে। আর নিজের বলতে কিছুই যেন না থাকে, সর্বস্ব যেন তাঁর হয়ে যায়। পরিশুদ্ধতা বা আত্মশুদ্ধির অর্থই হলো খোদা তা'লার প্রতি ব্যবহারিক ও বিশ্বাসগত বিরোধিতা মন থেকে মুছে ফেলা। খোদা তা'লা কাউকে সাহায্য করেন না যতক্ষণ না তিনি স্বয়ং দেখতে পান যে, তার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা আর তার সন্তুষ্টি আমার সন্তুষ্টির মাঝে বিলীন।

তিনি বলেন, আমি জামা'তের সংখ্যাধিক্যে কখনো আনন্দিত হই না। (যখন তিনি একথা বলেছেন তখন আহমদীদের সংখ্যা ৪ লক্ষ বলে বর্ণনা করা হতো) এখন যদি জামা'তের সদস্য সংখ্যা ৪ লক্ষ বা ততোধিকও হয় তথাপি প্রকৃত জামা'তের অর্থ কেবল এটি নয় যে, কেবল হাতে হাত রেখে বয়আত করে নিলাম, বরং একটি জামা'ত তখনই প্রকৃত জামা'ত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য হতে পারে যদি (জামা'তের সদস্যরা)

বয়আতের বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যিকার অর্থেই তাদের মাঝে যদি এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয় এবং তাদের জীবন পাপাচারের কলুষ থেকে একেবারে পবিত্র হয়ে যায়। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও শয়তানের থাবা থেকে বেরিয়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির মাঝে বিলীন হয়ে যায়। হাক্কুল্লাহ্ (আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য) ও হাক্কুল ইবাদকে (বান্দাদের প্রাপ্য) উদারচিত্তে ও পরিপূর্ণরূপে আদায় করে। ধর্মের স্বার্থে এবং ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য তাদের মাঝে যদি এক প্রকার ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়। নিজ কামনা-বাসনা, সংকল্প এবং অকাঙ্ক্ষা সমূহকে বিলীন করে দিয়ে তারা খোদা তা'লার হয়ে যায়। খোদা তা'লা বলেন, যাকে আমি হেদায়েত দান করি সে ব্যতীত তোমরা সবাই বিপথগামী। যাকে আমি জ্যোতি দান করি সে ব্যতীত তোমরা সবাই অন্ধ। যাকে আমি আধ্যাত্মিক জীবনের সুধা পান করাই সে ব্যতীত তোমরা সবাই মৃত। খোদা তা'লার সাত্তারী (অর্থাৎ মন্দ বিষয়াদি পর্দাবৃত রাখার) বৈশিষ্ট্য মানুষকে ঢেকে রাখে নতুবা মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও প্রচ্ছন্ন বিষয়াদি যদি জগতের সম্মুখে আনা হয় তাহলে সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে কেউ কেউ অন্যদের কাছে ঘেষাই পছন্দ করবে না। এটি আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারী বৈশিষ্ট্য, যা আমাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখেছে। যদি দুর্বলতা বা ত্রুটি প্রকাশিত হয়ে যায় এবং পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে হয়ত কেউ কেউ অন্যদের কাছেও ঘেষবে না। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বড়ই সাত্তার। মানুষের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন না। অতএব মানুষের উচিত সর্বদা পুণ্য কর্ম করার চেষ্টা করা আর সর্বদা দোয়ায় রত থাকা। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আমাদের জামা'তের সদস্য আর অন্যদের মাঝে যদি কোন পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য না থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কারো আত্মীয় নন। অর্থাৎ আমরা আহমদী হলাম, বয়আত করলাম, কিন্তু আমাদের ও অন্যদের মাঝে যদি কোন পার্থক্য না থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কারো আত্মীয় নন। কেন তিনি এদেরকে সম্মান দিবেন আর সবদিক থেকে নিরাপত্তাবিধান করবেন? অর্থাৎ যদি পার্থক্যই না থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সাথে কারো আত্মীয়তা নেই যে, তিনি অবশ্যই আমাদের সম্মান দান করবেন আর তাদের (অর্থাৎ আমাদের বিরোধীদের) লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদেরকে শাস্তিতে নিপতিত করবেন। তিনি বলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (সূরা মায়েদা: ২৮)। অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই মুত্তাকী যে আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে ভীত হয়ে এমনসব বিষয়কে পরিত্যাগ করে যা আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছার বিরোধী। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে এবং পার্থিব জগৎ ও এর মাঝে যা কিছু আছে সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে তুচ্ছ জ্ঞান করুন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় ঈমানের পরিপক্কতা জানা যায়। কেউ কেউ এমন আছে যারা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়, এসব কথা নিজ অন্তরে প্রবেশ করায় না। যতই নসীহত কর, তাদের ওপর এর কোন প্রভাবই পড়ে না। স্বরণ রেখ, আল্লাহ্ তা'লা বড়ই অমুখাপেক্ষি। যতক্ষণ অধিক হারে এবং আকুতি মিনতি ও বিগলনের সাথে বার বার দোয়া করা না হয়, তিনি কোন পরোয়া করেন না। লক্ষ্য কর, কারো স্ত্রী বা সন্তান অসুস্থ হলে অথবা কেউ প্রচণ্ড কষ্ট পেলে এগুলোর কারণে সে কতটা বিচলিত হয়! অতএব দোয়াতেও যতক্ষণ সত্যিকার ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিরর্থক কাজ। দোয়া গৃহীত হবার জন্য বিগলন হলো শর্ত। যেমনটি বলা হয়েছে- أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ (সূরা নমল: ৬৩)।

অর্থাৎ কে নিরুপায় ব্যক্তির দোয়া শ্রবণ করে যখন সে খোদার কাছে দোয়া করে এবং তার কষ্ট দূর করে?

এরপর তিনি বলেন, নিজের সংশোধন যখন কর তখন নিজ পরিবার পরিজনকেও সংশোধনের গণ্ডিভুক্ত কর। স্ত্রী-সন্তানদের সংশোধন করাও তোমাদের কর্তব্য। তিনি বলেন, খোদা তা'লার সাহায্য তারাই লাভ করে যারা পুণ্যকাজে সর্বদা সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। তারা এক স্থানে থেমে যায় না। তাদেরই পরিণাম শুভ হয়ে থাকে। আমি এমন কতিপয় ব্যক্তিকে দেখেছি যাদের মাঝে (পুণ্যের) খুব আগ্রহ, উদ্দীপনা ও গভীর বিগলন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তারা একেবারে থেমে যায় আর তাদের পরিণাম শুভ হয় না। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এ দোয়া শিখিয়েছেন-أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي (সূরা আহকাফ: ১৬) অর্থাৎ আমার স্ত্রী সন্তানদেরও সংশোধন কর। নিজ অবস্থার পবিত্র পরিবর্তন এবং দোয়ার পাশাপাশি নিজ সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীর জন্যও দোয়া করা প্রয়োজন। কেননা সন্তান ও স্ত্রীর কারণেই মানুষ অধিকাংশ ফিতনায় (অর্থাৎ পরীক্ষায়) নিপতিত হয়। লক্ষ্য করে দেখ, হযরত আদম (আ.)ও স্ত্রীর কারণেই প্রথম পরীক্ষায় পড়েছিলেন। হযরত মুসার বিপরীতে বালআমের ঈমান যে ধ্বংস করা হয়েছে, আসলে তার কারণও তওরাত থেকে এটি-ই জানা যায় যে, বালআমের স্ত্রীকে ঐ বাদশাহ কিছু অলংকারাদি দেখিয়ে প্রলুব্ধ করেছিল আর এরপর বালআমের স্ত্রী তাকে হযরত মূসার প্রতি বদদোয়া করতে প্ররোচিত করেছিল। মোটকথা, এ কারণেও অধিকাংশ মানুষের উপর বিপদাপদ ও কাঠিন্য এসে থাকে। তাই তাদের (অর্থাৎ স্ত্রী-সন্তানের) সংশোধনের প্রতিও পূর্ণ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন এবং তাদের জন্যও দোয়া করতে থাকা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন- আমরা যেন নিজেদের অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন সাধন করতে পারি, নিজেদের নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করে উচ্চ মানে নিয়ে যেতে পারি, নিজেদের সম্পদকেও পবিত্র করতে পারি, নিজেদের চরিত্রকে উন্নত মানে অধিষ্ঠিত করতে পারি, পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারী ও এর বিস্তারকারী হতে পারি, মন্দকে প্রতিহতকারী এবং মন্দকর্ম থেকে নিজ প্রজন্ম এবং পরিবেশকেও রক্ষাকারী হতে পারি, মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি ইসলামের সঠিক বাণী এই দেশের নাগরিকদের কাছে পৌঁছাতে পারি এবং তাদেরকে এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসকে রূপান্তরকারী হতে পারি। আর এটি তখনই সম্ভব হতে পারে যখন আমরা নিজেদের মাঝেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন।

এখন এই মসজিদেরও কিছু তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরছি। এই জায়গার নাম আমরা মেহদিয়াবাদ রেখেছি। এই গ্রামের নাম হলো নাহে। এই মসজিদটি এখন যেখানে নির্মিত হয়েছে সেখানকার স্থানীয় জামা'তটি ছোট। এই স্থানটি কৃষিভূমি ছিল যা ১৯৮৯ সনে ক্রয় করা হয়েছে। এই ভূমির কিছু অংশ জামা'ত চাষাবাদের জন্য বর্গা দিয়েছে। এই জায়গাটি যখন ক্রয় করা হয়েছিল তখন একটি ফার্ম হাউসও ছিল এবং একটি ভবনও ছিল যা মিশন হাউস হিসেবে ব্যবহারের অনুমতিও লাভ হয়। এরপর বড় যে হল রুমটি ছিল সেটিকে মসজিদ বানানোর অনুমতিও লাভ হয়। ওয়াকারে আমলের মাধ্যমে এই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি দুই তলা ভবন আর এতে একটি মুরব্বী কোয়ার্টারও আছে। অর্থাৎ পূর্বেই যা বানানো ছিল (তার কথা হচ্ছে)। অতঃপর ২০১০ সনে স্থানীয় পরিষদ এখানকার চাষাবাদের জমির একটি অংশকে আবাসিক এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে আর এভাবে এখানে বারোটি প্লটও নির্মাণ করা হয় এবং মসজিদ নির্মাণেরও অনুমতি পাওয়া যায়। আর বারোটি প্লটের মধ্যে দু'টিকে জামা'ত নিজের জন্য রেখেছে এবং বাকিগুলো মানুষের কাছে বিক্রি করে দেয়।

এতে যে অর্থ অর্জিত হয় বা ইতিপূর্বে কাউন্সিল যে জায়গা ফেরৎ নিয়েছিল তা থেকে যে অর্থ অর্জিত হয়, এতে প্রায় বরং তার চেয়ে বেশি অর্থ হবে, যা দিয়ে এই জমি ক্রয় করা হয়েছিল। যাহোক, ছয়-সাত বছর পূর্বে, বরং আট বছর পূর্বে আমি এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম আর এই মসজিদও এখন পরিপূর্ণ হচ্ছে। মসজিদটি দ্বিতল বিশিষ্ট। এর ছাদঢাকা অংশ প্রায় ৩৮৫ বর্গমিটার। এতে ২১০ জন নামাযীর সংকুলান হবে। মসজিদের ওপরের অংশ পুরুষদের জন্য এবং নিচের অংশ মহিলাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ওযু এবং গোসলখানার সুব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় পাঁচ লাখ ষাট হাজার ইউরোতে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়, যার মাঝে দুই লাখ ইউরোর কিছুটা বেশি এখানকার স্থানীয় আহমদীরা চাঁদার মাধ্যমে প্রদান করে আর বাকি অর্থ শত মসজিদ প্রকল্প থেকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই সমস্ত কুরবানীকারীদের সম্পদ এবং আয়ুতে কল্যাণ দান করুন আর এই মসজিদ নির্মাণের পর তারা যেন পূর্বের চেয়ে অধিক হারে ইবাদতের অধিকার প্রদানকারী হয়। (আমীন)